শঙ্খ ঘোষ প্রেমের কবিতা

শঙ্খ ঘোষ

BANGLADARSHAN.COM

সঙ্গিনী

হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়
সারাজীবন বইতে পারা সহজ নয়
এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে
সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।

পায়ের ভিতর মাতাল, আমার পায়ের নিচে
মাতাল, এই মদের কাছে সবাই ঋণী–
ঝল্‌মলে ঘোর দুপুরবেলাও সঙ্গে থাকে
হাঁ-করা ওই গঙ্গাতীরের চণ্ডালিনী।

সেই সনাতন ভরসাহীনা অশ্রুহীনা
তুমিই আমার সব সময়ের সঙ্গিনী না?
তুমি আমায় সুখ দেবে তা সহজ নয়
তুমি আমায় দুঃখ দেবে সহজ নয়।

BANGLADARSHAN.COM

বাউল

বলেছিলাম, তোমায় নিয়ে যাব অন্য দূরের দেশে
সেই কথাটা ভাবি,
জীবনের ওই সাতটা মায়া দূরে দূরে দৌড়ে বেড়ায়
সেই কথাটা ভাবি।
তাকিয়ে থাকে পৃথিবীটা, তোমার কাছে হার মেনে সে
বাঁচবে কেমন ক'রে!
যেখানে যাও অতৃপ্তি আর তৃপ্তি দুটো জোড়ায়-জোড়ায়
সদরে-অন্দরে।

উদাসিনী নও কিছুতে—বুঝতে পারি তোমার বুকে
অন্য কিছু আছে,
যন্ত্রণা তার পাকে-পাকে হৃদয় খোলে, সে-খোলাটার
অন্য মানে আছে।
ঘুমের মধ্যে দেখি আলোর ভরা-কুসুম নীলাংশুকে
বাঁধতে পারে না এ:
উঠেই দেখি কী বিচিত্র, একটি আঁচড় লাগেনি তার
ভালোবাসার গায়ে!

বলেছিলাম, তোমায় আমি ছড়িয়ে দেব দূর হাওয়াতে
সেই কথাটা ভাবি।
তোমার বুকের অন্ধকারে সুখ বেজেছে মদির হাতে
সেই কথাটা ভাবি।

BANGLADARSHAN.COM

অন্যরাত

মনের মধ্যে ভাবনাগুলো ধুলোর মতো ছোটে
যে কথাটা বলব সেটা কাঁপতে থাকে ঠোঁটে,
বলা হয় না কিছু–
আকাশ যেন নামতে থাকে নিচুর থেকে নিচু
মুখ ঢেকে দেয় মুখ ঢেকে দেয়, বলা হয় না কিছু।

মুখ ঢেকে দেয় আড়াল থেকে দেখি পক্ষ্মপুটে
জলে জমল বেদনা আর কেঁপে দাঁড়ায় উঠে
নানারঙের দিন–
সোনার সরু তারে বাজনা বাজে রে রিন্‌ঝিন্‌
বেদনা তার জাগায় মুখ-হাওয়ায় ভরা দিন।

মস্ত বড়ো অন্ধকারে স্বপ্ন দিল ডুব–
বেঁচে থাকব সুখে থাকব সে কি কঠিন খুব?
মিলাল সংশয়–
শাদা ডানায় জল ভরে কে তুলল বরাভয়
কঠিন নয় কঠিন নয় বাঁচা কঠিন নয়।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি

আমি উড়ে বেড়াই আমি ঘুরে বেড়াই
আমি সমস্ত দিনমান পথে পথে পুড়ে বেড়াই
কিন্তু আমার ভালোলাগে না যদি ঘরে ফিরে দেখতে পাই
তুমি আছো, তুমি।

BANGLADARSHAN.COM

অলস জল

পা-ডোবানো অলস জল, এখন আমায় মনে পড়ে?
কোথায় চলে গিয়েছিলাম ঝুরি-নামানো সন্ধ্যাবেলা?

খুব মনে নেই আকশ-বাতাস ঠিক কতটা বাংলাদেশের
কতটা তার মিথ্যে ছিল বুকের ভিতর বানিয়ে-তোলা:

নীলনীলিমা ললাট এমন আজলকাজল অন্ধকারে
ঘনবিনুনি শূন্যতা তাও বৃক্ষ ইব চতুর্ধারে!

কিন্তু কোথায় গিয়েছিলাম? মাঝি, আমার বাংলাদেশের
ছলাৎছল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে, সেই

শব্দকুহক, নৌকাকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের
কিছুই হাতে তুলে দাওনি, বিদায় করে দিয়েছ, সেই

স্মৃতি আমার শহর, আমার এলোমেলো হাতের খেলা,
তোমায় আমি বুকের ভিতর নিইনি কেন রাত্রিবেলা?

BANGLADARSHAN.COM

মিলন

কখনো মনে হয় তুমি ধানখেতে ঢেউ, তারই সুগন্ধে গভীর তোমার উদাত্ত–অনুদাত্তে বাঁধা দেহ, প্রসারিত হিল্লোলিত

আমি ডুবে যাই নিবিড়ে নিমগ্ন বৃষ্টিরেণুর মতো, শিউরে ওঠে সমস্ত পর্ণকণা জীবনের রোমাঞ্চে, ধূপের ধোঁয়ার মতো মাটির শরীর জাগে কুণ্ডলিত কুয়াশায়

তারই কেন্দ্রে তুমি, তুমি প্রসারিত, হিল্লোলিত, প্রসারিত।

আজ মনে হয় কী ক্ষমাহীন রাতগুলি বেঁধেছিল আমায়। বাইরে তার সজল মেঘাবরণ, দেখে ভুললে, ভুলে কামনায় দুই ঠোঁটে টেনে নিলে বুকের উপর বারে-বারে, ঘুলিয়ে উঠল অন্তরাত্মা।

কিন্তু কাছে এসে দেখলে, হায়, এ কী ভগ্নকরুণ অবনত দয়িত আমার! এই কি সে দিব্যসজল মুখশ্রীর যৌবন যাকে আমি মগ্ন আকাশের অসংখ্য তারার মতো চুম্বনকণিকায় ভরে দিতে পারতুম, হায়

BANGLADARSHAN.COM

ব'লে উদবেল হলো করুণা তোমার দুই বুকে, যুগল নিশ্বাস প্রবাহিত হলো ধানখেতের উপর তোমারই সংহত শরীরের মতো, দূরে

আর তার নিপীড়ন দেহ ভরে আস্বাদ করে আস্তে-আস্তে উন্মোচিত হতে থাকে আমার সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত অন্ধকার!

জল

জল কি তোমার কোনো ব্যথা বোঝে? তবে কেন, তবে কেন
জলে কেন যাবে তুমি নিবিড়ের সজলতা ছেড়ে?
জল কি তোমার বুকে ব্যথা দেয়? তবে কেন তবে কেন
কেন ছেড়ে যেতে চাও দিনের রাতের জলভার?

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিহিংসা

যুবতী কিছু জানে না, শুধু
প্রেমের কথা ব'লে
দেহ আমার সাজিয়েছিল
প্রাচীন বল্কলে।

আমিও পরিবর্তে তার
রেখেছি সব কথা:
শরীর ভরে ঢেলে দিয়েছি
আগুন, প্রবণতা।

BANGLADARSHAN.COM

সুন্দর

লোকে তো কোথাও যাবে, তাই আসি, এমন কিছু নয়
নিহিত পাতালছায়া ভরে ছিল আকাশপরিধি।
কিছু তো দেখবে লোকে, তাই দেখি, ফসলের সীমা,
বুকের গেরুয়া জল, দ্বাদশীতে সব গ্রাম মিলেমিশে যায়
জেগে ওঠে রাত।
স্বভাবই তো পথ হারানো, তাই পথ হারিয়ে ফেলেছি
তবে জানি, মনে পড়ে কে এনেছে ভুলিয়ে-ভুলিয়ে।
পাহাড়িয়া নিঃসাড়, কথকতা ছিল না কোথাও,
গোপনে নিজেই আমি মাছ ধরবার নাম করে
ডুবিয়ে দিয়েছি তাকে নিরিবিলি সাঁওতালি দিঘিতে!
ধনুক ছোঁড়েনি কেউ, বেঁচে গেছি, খুব বেঁচে গেছি,
নিখাত পাতালছায়া ভরে দেয় দিগন্তদখিনা।

BANGLADARSHAN.COM

লোকে তো জানে না কিছু। জানুক না, টেনে নিক পাপ,
ঝরে যায় নীল স্রোত, গাঢ় খাদে করুণার টানে–
যদি-বা নিজেরই ছায়া হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বলে:
‘তুমি কি সুন্দর নও? বেঁচে আছো কেন পৃথিবীতে?’

এই নদী, একা

গা থেকে সমস্ত যদি খুলে পড়ে যায়, আবার নতুন হয়ে ওঠা
সজীবতা
এর কোনো মানে আছে। অপরাধী? প্রতিদিন কত পাপ করি
তুমি তার কতটুকু জানো?
হাতের মায়ায় কত অভিশাপ সঞ্চিত রেখেছি, পাশাপাশি নদী,
তাও সব খুলে যায়; চেনা শহরের থেকে দূরে
উঁচুনিচু সবুজের ঢল
তার পাশে মাঝে মাঝে নত হতে ভালো লাগে লাবণ্যে উদ্ভিদ
তুমি তার কতটুকু জানো? এই নদী, একা
দু-চোখ সূর্যাস্তে রাখে প্রবাহিত, বলে
আমি কি অনেক দূরে সরে গেছি?

BANGLADARSHAN.COM

প্রান্তিক

উপুড় হয়ে পড়েছিলাম খোলা পথের উপর
দিনদুপুরে করুণ কৌতুক–
তোমরা সবাই হেসেছিলে। এক মুহূর্ত তবু
বুকের কাছে পেয়েছিলাম বুক।

এক মুহূর্ত মুখর হাসি আর্তনাদের মতো
ধুলোর থেকে জ্বালিয়ে তোলে চিতা–
কিন্তু সেটাই জীবন, আমার সৃষ্টি, আমার প্লাবন
তোমরা তখন জানতে পারোনি তা।

বরং দু-হাত বাড়িয়েছিলে ক্ষতজ্বালার থেকে
আবার উঠে দাঁড়াই যেন ঠিক–
ওই পিছনে রইল পড়ে ঝলকদেওয়া মাঠে
ভালোবাসা, বস্তুত প্রান্তিক।

BANGLADARSHAN.COM

উদাসীনা

পা ছুঁয়ে যে প্রণাম করি সে কি কেবল দিনযাপনের নিশান?
আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম
নির্জীব পা সরিয়ে নাও কি না।

দুঃখ এত ঝরাই, সে কি জানতে চেয়ে দেবদূতেরা কী চান?
আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম
তোমার মুখে সত্যিকারের ঘৃণা।

এখন আমি বুঝতে পারি আমায় নিয়ে কী চাও তুমি।
দুপুর জ্বালার মধ্যখানে
সূত্রপাতে অবসানে
তুমি আমায় দেখতে চেয়েছিলে
দু-হাত ধরেও থাকব উদাসীনা।

BANGLADARSHAN.COM

বিপুলা পৃথিবী

একদিন সে এসে পড়েছিল এই ভুল মানুষের অরণ্যে। হাতে তাদের গা ছুঁতে গিয়ে কর্কশ বল্কল লাগে বারে-বারে।

আজ মনে হয় কেন সে গিয়েছিল। সে কি ভেবেছিল তার চিকন মোহ উদ্ভিন্ন করে দেবে অন্ধকারের শরীর? সে কি যেন মেঘলা জল কালো বনের মাথায়? প্রতিটি পাতা তার নন্দন বরণ করে নেবে সবুজ কৃতজ্ঞতায়? আঙুরের আভার মতো দৃষ্টি-ধুয়ে-দেওয়া প্রান্তবেলা?

আজ মনে হয় কেন সে ভেবেছিল। সেই অরণ্যের মধ্যে সেও এক তামসী বৃক্ষ যে নয়, এই কি তার জীবন?

জরাজটিল অরণ্যে তার ঠাঁই হলো না, ঠাঁই হলো না ভালোবাসার আকাশে। সে নেমে থাকল মধ্যপথের অজস্র শূন্যের মাঝখানে। নিঃসীম নিঃসঙ্গ শূন্যে কেঁপে উঠল হৃদয়, ভয়ে জমজম করতে থাকল তার রাত্রির মতো হৃদয়।

BANGLADARSHAN.COM

আর এই রাত্রি দুলছে নিঃশব্দ বাদুড়ের মতো তাকে ঘিরে। চোখে পড়ে তারই নিরন্ত কালোয় অন্ধ অরণ্যের মূঢ় গর্জন, ‘তাকে ঢেকে দাও’ ‘তাকে ঢেকে দাও’ রব করতে-করতে ছিটকে বেড়ালো এধার থেকে ওধার, খসেপড়া নক্ষত্র বেজে রইল বুকের মাঝখানে, ‘তাকে চোখ দাও’ ‘তাকে চোখ দাও’ বলতে-বলতে সীমানাহীন ভয়ে তার চোখ ঢাকল দু-হাতে।

আজ তুমি, যে-তুমি অপমান আর বর্জনের নিত্য পাওয়া নিয়ে তবুও মুঠোয় ধরেছ আমাকে, আমাকেই, আমাকে

সেই তুমি আমার অন্ধ দু-চোখ খুলে দাও, যেন সইতে পারি এই পৃথুলা পৃথিবী, এই বিপুলা পৃথিবী, বিপুলা পৃথিবী...

রাজ্যপাট

রইল বর্ম, রইল উষ্ণীষ, এই রইল
হীরকবসানো তলোয়ার

রইল সব মণিমাণিক্যের ঝলকানি
রইল তোমার সিংহাসন

পায়ে পায়ে আসতে দাও নিচে, এইবার
একবার কুর্নিশ করে

ফিরে যেতে দাও
জয়ধ্বনিহীন।

বড়ো বেশি পরিবৃত হয়ে আছি অমোঘ প্রাসাদে–
ভুলে গেছি মুখ

হায় মুখ, মুখর সংসার!

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥